তারিখ 31 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৭ ৬ কলাম ১

যুগান্তর

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

উপজেলা সদরে ৩০৬ মডেল বিদ্যালয়-নির্মাণ প্রকল্প বাতিল

মুসতাক আহমদ

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে দেশের উপজেলা সদরে বাস্তবায়নাধীন ৩০৬টি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প বাতিল করে দিয়েছে সরকার। বুধবার বিকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওই সিদ্ধান্ত নেয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিদ্যমান বিদ্যালয়কেই মানোন্নয়নের মাধ্যমে 'মডেল' পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কিন্তু স্কুল নির্বাচনে অনিয়ম-দুর্নীতি এমনকি অর্থ লেনদেনের মতো ঘটনা ঘটেছে। সূত্র জানিয়েছে, প্রকল্প বাতিল হলেও স্কুল হবে। তবে তা নতুন ঠিকানায় নিজস্ব ভূমিতে। স্কুলগুলোর জন্য আলাদা বেতন কাঠামোতে উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোয়

বাতিল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বাতিল : মডেল বিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সরকার বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করবে। শিগগিরই এ ব্যাপারে কাজ শুরু হবে এবং আগের প্রকল্পের ৩ বছরের মেয়াদের মধ্যেই কার্যক্রম শেষ হবে। মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে উপজেলাগুলোয় আরও একটি করে বিদ্যালয় বাড়বে। সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান।

তবে সরকারের এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত বিদ্যালয় প্রধান এবং স্থানীয়রা। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই হতাশা, ক্ষোভ এবং অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে। প্রধান শিক্ষকরা বলেছেন, সরকারি ব্যবস্থাপনা বা মডেল স্কুলের আগমনে হয়তো শিক্ষা কার্যক্রমে স্কুলে স্কুলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। শিক্ষার মানের উন্নয়নও ঘটতে পারে। তবে বিষয়টি কাঙ্ক্ষিত হয়নি। তাদের মতে, যদি সরকার অনিয়ম আবিষ্কারও করে থাকে তবে তার জন্য বিদ্যালয় নয় সরকারি ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিরা দায়ী। এজন্য বিদ্যালয় কেন ভোগান্তির শিকার হবে? দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সংশ্লিষ্টরা সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে পর্যন্ত নামার চিন্তাভাবনা করছেন। রাজশাহীর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান সরোয়ার জাহান চৌধুরী জানিয়েছেন, তারা স্কুলগুলোতে যোগাযোগ করছেন। বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণাও দিতে পারেন তারা। পটুয়াখালীর বাউফল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নার্গিস আরা জাহান বলেন, তার প্রতিষ্ঠানটির বয়স ১২৬ বছর। ঐতিহ্য, ফলাফল, অবকাঠামো, যোগাযোগ সব দিক থেকে তার প্রতিষ্ঠান শর্ত পূরণ করেছে। আর্থিক লেনদেন তো দূরের কথা এ ব্যাপারে তারা ন্যূনতম তদবির পর্যন্ত করাননি, বরং উপজেলা থেকে তাদের ডেকে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, তার বিদ্যালয়ের সুনামের কারণে এর আগে একাধিকবার সরকারিকরণের ঘোষণা পর্যন্ত হয়েছিল কিন্তু সরকার পরিবর্তনসহ অন্যান্য কারণে কখনোই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়নি। নার্গিস আরা বলেন, এ সিদ্ধান্তে উপজেলা লাভবান হবে হয়তো। একটি বিদ্যালয় বাড়বে। সরকারি ব্যবস্থাপনার স্কুলের কারণে অন্যান্য স্কুলেও প্রতিযোগিতা বাড়বে, শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অখুশি। ছাত্র-শিক্ষকরা বিষয়টিকে সহজভাবে নেবেন না। বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদের হুইপ আ

হন।

সূত্র জানায়, চলতি বছর (২০০৯) প্রাথমিকভাবে ৬৪টি জেলার একটি করে উপজেলায় বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। বাকি ২৪২টি বিদ্যালয় পরবর্তী দু'বছরে করা হবে। প্রথম বছর যেসব উপজেলাকে নির্বাচনের চিন্তাভাবনা চলছে সেগুলো হচ্ছে— পটুয়াখালীর বাউফল, বরগুনার আমতলী, বরিশালের বানারীপাড়া, ভোলার মনপুরা, ঝালকাঠির রাজাপুর, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ, চট্টগ্রামের মিরসরাই, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, কক্সবাজারের টেকনাফ, ফেনীর সোনাগাজী, বান্দরবানের থানচি, খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা, লক্ষ্মীপুরের রায়পুর, নোয়াখালীর সোনাইমুড়ি, রাঙ্গামাটির পোয়াপাড়া, ঢাকার সাভার, ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, গাজীপুরের শ্রীপুর, জামালপুরের সরিষাবাড়ী, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, গোপালগঞ্জের সদর, মাদারীপুরের রাজৈর, মানিকগঞ্জের সিংগাইর, মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি, ময়মনসিংহের দরিরামপুর, নরসিংদীর মনোহরদী, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি, শেরপুরের ঝিনাইগাতী, টাঙ্গাইলের কালিহাতী, বাগেরহাটের দাকোপ (চালনা), চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা, যশোরের শার্শা, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর, খুলনার তেরখাদা, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, মেহেরপুরের গাংনী, নড়াইলের লোহাগড়া, বগুড়ার শেরপুর, নওগাঁর রানীনগর, নাটোরের গুরুদাসপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া, রাজশাহীর তানোর, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, হবিগঞ্জের বানিয়াচং, মৌলভীবাজারের পাথারিয়া, সুনামগঞ্জের ছাতক এবং সিলেটের বালাগঞ্জ। এভাবে প্রত্যেক জেলায় একটি করে উপজেলা রয়েছে।

স ম ফিরোজের সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান তিনি।

দেশের ৩০৬টি উপজেলা সদরে একটি করে মডেল বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ২৫ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা প্রকাশ করে যুগান্তরে বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার সুযোগের পার্থক্য নিরসনের বিষয়কে সামনে রেখে উপজেলা পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলোকে মডেল স্কুলের ওই মান দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। স্কুল নির্বাচনের জন্য তখন ৮টি পৃথক টিম গঠন করা হয়। সূত্র জানায়, ওই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্কুলগুলোর ঐতিহ্য, ফলাফল, অবকাঠামো, শিক্ষক-কর্মচারী-স্টাফ, পরিচালনা পরিষদের অবস্থা, সুনাম ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে স্কুল চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু পাঁচ মাসের মাথায় বাতিল হয়ে গেল প্রকল্প। বাতিলের ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, স্কুলগুলো নির্বাচনে অনিয়ম-দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। অবৈধ লেনদেনের ব্যাপারও রয়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। যে কারণে কয়েক মাস আগে ১৭টি স্কুলকে তালিকা থেকে বাতিলও করা হয়েছিল।

জানা গেছে, সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে নতুন প্রকল্প তৈরির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন নামে আসবে প্রকল্প। নতুনভাবে নির্বাচিত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা এবং বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে। ওই সূত্র আরও জানায়, আগের প্রকল্পে ৪০০ কোটি টাকার সঙ্গে প্রয়োজনে আরও টাকা দেয়া হবে। আর এসব অর্থই সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হবে। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দফতর জানিয়েছে, জমি কেনার ব্যাপার থাকায় সমপরিমাণ আরও অর্থ প্রয়োজন হতে পারে।

জানা গেছে, আগের প্রকল্পের মতোই নতুন প্রকল্পটি মোট তিন বছরে বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে জায়গা কিনে স্কুল করা হবে। নিয়োগ দেয়া হবে নতুন শিক্ষক-কর্মকর্তা। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে দলীয় নির্বাচনী ঘোষণাও বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে। সূত্র জানায়, এসব স্কুলের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো করা হবে যাতে মানসম্পন্ন, প্রশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক মেলে এবং উচ্চশিক্ষিতরা আকৃষ্ট